গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

নিলাম শাখা।

––যোগাযোগ––

মালামলের বিবরণ সম্বলিত ক্যাটালগ তালিকা নং-

-:ব্যবস্থাপনা সহযোগিতায়:-

মেসার্স কে এম কর্পোরেশন

প্রধান কার্যালয়ঃ- **৩০৬, স্ট্যান্ড রোড, মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৭২৪৫০৯ মোবাইলঃ ০১৭১১৪৪৮৭০৬।**

নিলাম শাখাঃ- **কাস্টম অকশন শেড, পোর্ট কলোনী ১২নং রোড সংলগ্ন, বন্দর স্টেডিয়ামের বিপরীতে, বন্দর, চট্টগ্রাম।মোবাইল ঃ ০১৮২৪ ৯৮৫২১৪**

ঢাকা কার্যালয়ঃ- **৮০, মতিঝিল, বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ফোনঃ ০২২২৩৩৮০৬৩৪**

নিলাম কমিটির পক্ষেঃ-

সন্তোষ সরেন

ডেপুটি কমিশনার

কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এর নির্দেশক্রমে **২২.০৯.২০২২ খ্রি. হতে ২৫.০৯.২০২২ খ্রি. বিকাল-০৫.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় কাস্টম হাউস চট্টগ্রামের **ই-অকশন নং-৩৮/২০২২** এর বিক্রয়যোগ্য মালামালসমূহের তালিকা। বিধি মোতাবেক উক্ত ক্যাটালগ সংযোজন ও বিয়োজন করা হবে।

e-Auction এর শর্তসমূহ

প্রতিটি ক্যাটালগ পণ্যের বিপরীতে আইপিও শর্ত, রীট মামলা যাচাই ও অন্যান্য শর্তাদি (স্থায়ী আদেশ-৪১/কাস্টমস/২০২২, তাং-০৪.০৯.২০২২) প্রতিপালিত হবে।

১. সম্মানিত দরপত্রদাতাগনকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের ওয়েবসাইটে (www.nbr.gov.bd/www.chc.gov.bd) প্রর্দশিত **e-Auction** লিংকে প্রবেশ করে অথবা নিলাম শাখার নোটিশ বোর্ড ও উপরোল্লিখিত যোগাযোগের ঠিকানা হতে অবশ্যই নিলাম/টেন্ডারের মালামালের জন্য প্রস্তুতকৃত ক্যাটালগ এর সম্পূরক ও সংশোধনী/সংযোজনী কপি এবং দরপত্র নিজ দায়িত্বে সংগ্রহ করতে হবে।

২. টেন্ডার/কোটেশনের টাকার পরিমাণ অবশ্যই অংকে ও কথায় লিখতে হবে এবং চাহিদাকৃত/প্রয়োজনীয় দলিলাদি আপলোড/দাখিল করতে হবে।

৩. বিডারগণকে উল্লিখিত ক্যাটালগ ক্রমিক ও লটের বিপরীতে প্রদত্ত বিডমূল্যের **১০% হারে জামানত কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম** এর অনুকূলে জমা করতে হবে। **এতদুদ্দেশ্যে যে কোন তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর স্ক্যানকপি e-Auction লিংকে আপলোড করতে হবে এবং পরবর্তী ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে আপলোডকৃত পে-অর্ডার এর মূলকপি (হার্ডকপি) অবশ্যই কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের নিলাম শাখায় দাখিল/জমা প্রদান করতে হবে। একইসাথে দরপত্রের নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে। নিলাম শাখায় পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মূলকপি জমাবিহীন দরপত্র সরাসরি বাতিল বলে গন্য হবে এবং কোন বিডার অনলাইনে জাল পে-অর্ডার আপলোড ও পরবর্তীতে নিলাম শাখায় দাখিল করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।** প্রতিটি সিডিউলের নির্ধারিত স্থানে টেন্ডারের সাথে প্রদেয় পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট এর নাম্বার, তারিখ, শাখার নাম ও টাকার পরিমাণ অংকে ও কথায় উল্লেখ করতে হবে। পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ব্যতীত অন্য কোন ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন ব্যাংক এর চেক ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া যারা টেন্ডার বাক্সে দরপত্র দাখিল করবেন তারা ১০% জামানতের পে-অর্ডার (মূলকপি) দরপত্রের সাথে অবশ্যই দাখিল করবেন।

৪. কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত টেন্ডার/কোটেশনসমূহের তালিকা নিলাম নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর পোর্ট চার্জ ব্যতিরেকে **উদ্ধৃতমূল্যের ৭.৫% হারে ভ্যাট ও ১০% হারে আয়কর** ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ১২(বার) কার্য দিবসের মধ্যে জমা প্রদানপূর্বক মালামালসমূহ "যেখানে যে অবস্থায় ও যে গুনগতমানে আছে সে ভিত্তিতে খালাসযোগ্য"। নির্ধারিত সময়ে খালাস গ্রহণে ব্যর্থ হলে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। ই-অকশন এর ক্যাটালগ www.nbr.gov.bd অথবা www.chc.gov.bd ওয়েবসাইট এবং নিম্নে বর্ণিত নিলামকারীর কার্যালয় হতে **আগামী ১৮.০৯.২০২২ খ্রি. হতে ২২.০৯.২০২২ খ্রি.** পর্যন্ত অফিস চলাকালীন প্রতি ক্যাটালগ টাকা=৩০০/- ও প্রতি দরপত্র টাকা=১০০/- মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে সংগ্রহ করা যাবেঃ

(ক) প্রধান অফিসঃ ৩০৬, স্ট্যান্ড রোড, মাঝিরঘাট, চট্টগ্রাম। ফোনঃ ০৩১-৭২৪৫০৯
(খ) নিলাম শাখাঃ কাস্টম অকশন শেড, পোর্ট কলোনী ১২ নং রোড সংলগ্ন বন্দর স্টেডিয়ামের বিপরীতে, বন্দর, চট্টগ্রাম। মোবাঃ ০১৮২৪৯৮৫২১৪
(গ) ঢাকা অফিসঃ ৮০, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা। ফোনঃ **০২২২৩৩৮০৬৩৪**

৫. **নিলামে বিক্রয়যোগ্য পণ্য কোথায় কখন পরিদর্শন করা যাবেঃ**

পণ্য	তারিখ	সময়	পণ্যের অবস্থান
ক্যাটালগে তালিকাভুক্ত সকল পণ্য	১৯/০৯/২০২২, ২০/০৯/২০২২এবং ২১/০৯/২০২২	ক্যাটালগে তালিকাভুক্ত সকল পণ্য অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত	ক্যাটালগ ক্রমিকের বিপরীতে প্রদর্শিত স্থান।

৬. দরপত্র কোথায় এবং কখন দাখিল করতে হবেঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড/কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের ওয়েবসাইটে (www.nbr.gov.bd অথবা www.chc.gov.bd) প্রদর্শিত ই-অকশন লিংকে প্রবেশ করে ২২.০৯.২০২২ খ্রিঃ হতে ২৫.০৯.২০২২ খ্রিঃ তারিখ বিকাল-০৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত সম্মানিত দরপত্রদাতাগণ দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। এছাড়া e-Auction এর পাশাপাশি ২২.০৯.২০২২ খ্রিঃ অফিস চলাকালীন এবং ২৫.০৯.২০২২ খ্রিঃ তারিখ দুপুর ২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত (ক) রাজস্ব কর্মকর্তা (প্রশাসন), কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম (খ) জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম (গ) সহকারী/ডেপুটি কমিশনার (সদর), কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), আইডিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১৬০/এ কাকরাইল, ঢাকা ঘ) সহকারী/ডেপুটি কমিশনার (সদর), কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, সিলেট (ঙ) নিলাম শাখা, কাস্টম হাউস, মোংলায় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। তবে, যারা e-Auction লিংকে দরপত্র দাখিল করবেন তাদের টেন্ডার বাক্সে দরপত্র দাখিল করার প্রয়োজন নেই আর যারা টেন্ডার বাক্সে দরপত্র দাখিল করবেন তাদের e-Auction লিংকে দরপত্র দাখিল করার প্রয়োজন নেই।

(ক) নিলামযোগ্য পণ্য পরিদর্শনসহ আলোচ্য নিলাম অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যে কোন তথ্যের জন্য কাস্টম অকশন শেডে নিয়োজিত নিলামকারীর সাথে যোগাযোগ করা যাবে।

(খ) অনিবার্য কারণবশতঃ নির্ধারিত তারিখে নিলাম অনুষ্ঠিত না হলে পরিবর্তিত সময়-সূচী পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অবহিত করা হবে।

৭. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নথি নং -৪(২৫) শুল্ক নিঃ ও বকেয়া /৯৩/১৩১ তারিখঃ ২৭ এপ্রিল ২০০৫ এর বিধান অনুযায়ী

(ক) অপঁচনশীল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রথম নিলামের বা দরপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের ৬০% এর অধিক হলে ঐ মুল্যে তা নিস্পত্তি করা যাবে। অন্যথায় দ্বিতীয়বার নিলাম বা দরপত্রে তোলা যাবে।

(খ) সংরক্ষিত মূল্য যাই হোক না কেন, দ্বিতীয় নিলাম বা দরপত্রের সর্বোচ্চ মূল্য প্রথম নিলামের সর্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা বেশি হলে ঐ মূল্যে তা নিস্পত্তি করতে হবে। অন্যথায় তৃতীয়বার নিলামে তোলা হবে ; এবং

(গ) সংরক্ষিত মূল্য যাই হোক না কেন, তৃতীয়বার অনুষ্ঠিত নিলামে বা দরপত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্যে পণ্য নিস্পত্তি করা যাবে।

৮. বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ বিড প্রদানকারীকে বিক্রয় মূল্যের বিদ্যমান চুক্তি অনুসারে **লেবার কন্ট্রাক্টর ০.০০৩%(শতকরা শূন্য শূন্য তিন পয়সা)** ইনভেন্ট্রিচার্জ প্রদানপূর্বক টাকার রশিদ গ্রহণ করতে হবে। উক্ত রশিদ খানা ডি.ও পোস্টিং এর প্রাক্কালে ডি.ও এবং ভ্যাট চালানের সহিত যুক্ত করে নিলাম শাখায় দাখিল করতে হবে।

৯. বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ বিডদাতা পণ্য খালাসের সময় সর্বোচ্চ **মূল্যের ১০% (দশ) শতাংশ হারে আয়কর এবং ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশ হারে ভ্যাটসহ** আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে।

১০. বিক্রয় অনুমোদনপ্রাপ্ত বিডদাতা নিজ দায়িত্বে মালামাল ডেলিভারী গ্রহন করবেন। ডেলিভারী প্রদানের পর নিলাম কর্তৃপক্ষের নিকট ডেলিভারীকৃত মালামালের ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

১১. **কমিশনার অব কাস্টমস সিডিউল অন্তর্ভুক্ত যে কোন মালামাল যে কোন সময়ে ক্যাটালগ থেকে প্রত্যাহার করতে পারবেন। এইরূপ প্রত্যাহারের জন্য আনুপাতিকহারে মূল্য ফেরতযোগ্য হবে।**

১২. ওজনভিত্তিক খালাসযোগ্য হলে যেখানে যে অবস্থায়/পরিমাণে/ওজন/সংখ্যায় আছে সেই ভিত্তিতে ডেলিভারী নিতে হবে।

১৩. কোন লটের বিপরীতে সর্বোচ্চ বিডার একাধিক হলে এইরূপ সর্বোচ্চ বিডারগণের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে একজন সর্বোচ্চ বিডারকে নির্ধারণ করে তার অনুকূলে বিক্রয় অনুমোদন করা হবে।

১৪. কমিশনার অব কাস্টমস কোন লটের বিপরীতে প্রদত্ত সর্বোচ্চ কোটেশন গ্রহনে বাধ্য নহেন এবং কোনরূপ কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে যে কোন টেন্ডার/কোটেশন গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৫. টেন্ডারের বিক্রিত মালামাল কমিশনার অব কাস্টমস অনুমোদন করেছে কিনা বিডারগণকে নিজ দায়িত্বে নিলাম শাখার নোটিশ বোর্ডে প্রর্দশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে তা জেনে নিতে হবে।

১৬. অনুমোদিত পণ্যের অবশিষ্ট টাকা জমা দেওয়ার পূর্বে বিডারগণ নিলাম শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে উক্ত পন্য খালাসের ক্ষেত্রে কোনরূপ জটিলতা আছে কিনা তা অবগত হয়ে টাকা জমা দিতে হবে।

১৭. উপরিউক্ত শর্তাবলী ছাড়াও উক্ত নিলাম সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের জারীকৃত স্থায়ী আদেশ নং- ৪১/কাস্টমস/২০২২, তাং-০৪.০৯.২০২২ খ্রিঃ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য আদেশ ই-অকশনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

<u>বিঃ দ্রঃ</u>

(ক) উল্লেখ্য বিডারদাতার নাম ও তার কর্তৃক প্রদত্ত জামানত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটে একই ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম না থাকলে সে সমস্ত টেন্ডার/অফার গ্রহণযোগ্য হবে না।

(খ) **ই-অকশনে অংশগ্রহণ এর পূর্বে বিডার কর্তৃক পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, গুনগত মান ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে দরপত্র দাখিল করতে হবে। বিডার পণ্য দেখতে পারেন নাই বা গুনগত মান নিশ্চিত করতে পারেন নাই এই কারণে জামানতের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ফেরতের আবেদন গ্রহণ করা হবে না।**

(গ) **দরপত্রের উদ্ধৃত মূল্য (দর) এর ১০% (শতাংশ) সমপরিমাণ অর্থের জামানতস্বরূপ সমসাময়িকালের (অনুর্ধ্ব ছয় মাস) ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর স্ক্যানকপি দরপত্রের সাথে আপলোড করতে হবে এবং পরবর্তী ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে আপলোডকৃত পে-অর্ডার এর মূলকপি (হার্ডকপি)অবশ্যই কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের নিলাম শাখায় দাখিল/জমা প্রদান করতে হবে। অন্যথায় দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হবে।**

(ঘ) কোন দরদাতা **e-Auction** লিংক এবং টেন্ডার বাক্সে দরপত্র সাবমিট করলে তিনি বর্ণিত সকল শর্ত পালনে সম্মত আছেন মর্মে গণ্য হবেন।

(ঙ) <u>বিডারকে পণ্য ছাড়করনের সময় প্রদানঃ</u>

০১. ডিও জারির পর বিডারকে সর্বোচ্চ **১২** (বার) কার্যদিবস সময় মঞ্জুর করা হবে।

০২. নিলামকৃত পণ্যের বিক্রয় অনুমোদন প্রাপ্তির পরবর্তী উন্মুক্ত সময়সীমা **১২** (বার) কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বিডারের আবেদনক্রমে কমিশনার ঐ সময়সীমা ০৫(পাঁচ) কার্যদিবস বর্ধিত করিতে পারিবেন। ঐ সময়ের মধ্যে বিডার পণ্য ছাড় না করিলে তিনি পণ্য ছাড় করার জন্য আর কোন সময় পাবেন না এবং তার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ ব্যতিরেকেই জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

০৩. কোন নিলামকৃত পন্য কর্তৃপক্ষ যুক্তিসঙ্গত/ মামলার কারণে যথাসময়ে বিডারকে বুঝিয়ে দিতে না পারলে বিডারকে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে জামানতের অর্থ/পে-অর্ডার ফেরতের আবেদন করতে হবে। উক্ত সময়সীমার মধ্যে আবেদন না করলে জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

কমিশনার অব কাস্টমস এর পক্ষে
সহযোগী ব্যবস্থাপনায়
মেসার্স কে এম কর্পোরেশন
সরকারী নিলামকারী